চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০৫.০৫.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সৌন্দর্যবর্ধনের নামে চুক্তি লঙ্ঘন করে স্থাপনা করা চলবেনা: মেয়র ডা. শাহাদাত

নগরের চকবাজার মুরাদপুর সড়কের কাতালগঞ্জে রাস্তার পাশে ইবনে সিনা হাসপাতালের সামনের ভূমিতে সৌন্দর্যবর্ধনের নামে চুক্তি লঙ্ঘন করে অবৈধ স্থাপনা করতে দেয়া হবেনা বলে ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে এ ঘোষণা দেন। এসময় ওই স্থানে রাজধানীর রমনা পার্কের আদলে একটি শিশু পার্ক গড়ে তোলার ঘোষণা দেন তিনি।চুক্তি লঙ্ঘন করে করা স্থাপনা উচ্ছেদ করে রোগীর স্বজনদের জন্য এবং শিশুদের জন্য একটা গ্রীন পার্ক করা হবে জানিয়ে মেয়র বলেন, কাতালগঞ্জে এখানে এভাবে যারা স্থাপনা করছে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি সব ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি। এখানে বাচ্চাদের জন্য একটা সবুজ পার্ক হবে এবং এখানে বাচ্চারা এবং যারা রমনা পার্কের মত তারা এখানে বসবে, এখানে বিশ্রাম নিবে এবং এই গাছ গাছলা সব ঠিক থাকবে। কোন ধরনের গাছ এখানে কেউ কাটতে পারবে না। এখানে একটা সুন্দর সবুজ মনোরম পার্ক স্থাপন করা হবে। পথচারী যারা এখানে হসপিটালের রোগী আসে অনেক সময় তারা একটু বসতে চায়, তারা একটু মনোরম পরিবেশে একটু সময় কাটাতে চায়, তাদের কোন স্থান নেই এবং এইসব যেহেতু এখানে সমস্ত রোগীদের এখানে যারা দূর-দূরান্ত থেকে যারা আসবে তাদের বিশ্রামের জন্য এই পার্কটা কাজে আসবে। এখানে যারা স্থাপনা করছে আমি তাদেরকে বলতে চাই তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি পাশাপাশি যে স্থাপনা করেছে সব ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য। আমি বলছি অনতিবিলম্বে এগুলো ভেঙ্গে দিয়ে এখানে একটা সুন্দর সবুজ গ্রিন পার্ক এবং বাচ্চাদের জন্য একটা পার্ক নির্মাণ করা হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অভিষেক দাশ, প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার প্রমুখ।

জলাবদ্ধতা কমাতে সমন্বিত উদ্যোগের নির্দেশ মেয়রের
নগরজুড়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন, নাগরিক সচেতনতায় গুরুত্বারোপ

চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেছেন, জলাবদ্ধতা নিরসনে শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, নাগরিক সচেতনতা ও সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের সমন্বিত কার্যক্রমও জরুরি।মঙ্গলবার (৫ মে) নগরীর বিভিন্ন এলাকায় মাসব্যাপী নালা-নর্দমা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিচালিত ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিদর্শনকালে মেয়র এসব কথা বলেন।দিনব্যাপী কর্মসূচির আওতায় মেয়র ৫নং মোহরা ওয়ার্ডের কাজির হাট বাজার থেকে চর রাঙ্গামাটিয়া স্কুল পর্যন্ত, ৬নং ওয়ার্ডের খাজা রোডের পাক্কা দোকান থেকে বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদ পর্যন্ত, ২৮নং ওয়ার্ডের চৌমুহনী থেকে কদমতলী পর্যন্ত এবং ২৩নং ওয়ার্ডের পাঠানটুলী খান বাড়ি থেকে চট্টেশ্বরী মসজিদ সংলগ্ন পাঠানটুলী রোড পর্যন্ত চলমান পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।পরিদর্শনকালে মেয়র বলেন, “জলাবদ্ধতা নিরসনে সবাইকে সচেতন হতে হবে। যত্রতত্র ময়লা ফেলা যাবে না। নগরবাসীকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। এই শহর শুধু মেয়রের একার নয়, এই শহর সকলের।”তিনি আরও বলেন, নালা-খাল ও ড্রেনে ময়লা ফেলার কারণে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয় এবং সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তাই নগরবাসীকে নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, “জনসচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। নাগরিকদের সহযোগিতা ছাড়া স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব নয়।”চসিক সূত্র জানায়, বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে নগরীর জলাবদ্ধতাপ্রবণ এলাকাগুলোতে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। খাল, ড্রেন, সংযোগ নালা ও কালভার্ট থেকে প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং দ্রুত পানি নিষ্কাশন নিশ্চিত করতে মাঠপর্যায়ে তদারকি জোরদার করা হয়েছে।এদিকে জলাবদ্ধতা নিরসনে চলমান কার্যক্রম আরও কার্যকর করতে সম্প্রতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৬টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটি নগরীর বিভিন্ন খাল, ড্রেন ও জলাবদ্ধতাপ্রবণ এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানে কাজ করবে।এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-৮ আসনের সংসদ সদস্য এরশাদ উল্লাহ। তিনি বলেন, “চট্টগ্রাম নগরীর দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা পরিস্থিতির অনেকাংশে উন্নতি হয়েছে। চলতি বছর প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ জলাবদ্ধতা কমে এসেছে। বর্তমান মেয়রের কঠোর পরিশ্রম, নিয়মিত তদারকি ও সমন্বিত উদ্যোগের ফলে নগরবাসী এর সুফল পাচ্ছে।”তিনি নগরবাসীকে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে চলমান কার্যক্রমে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।পরিদর্শনকালে চসিকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। নোংরা পরিবেশে কেমিক্যাল মিশিয়ে আইসক্রিম তৈরি দুই প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে বিভিন্ন রাসায়নিক মিশিয়ে আইসক্রিম তৈরি করার দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার নগরের বন্দর থানাধীন ঈশান মিস্ত্রির হাট সংলগ্ন খালপাড় এলাকায় চসিকের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে অস্বাস্থ্যকর, নোংরা ও দুর্গন্ধময় পরিবেশে বিভিন্ন রাসায়নিক, নিম্নমানের রং ও ফ্লেভার ব্যবহার করে আইসক্রিম তৈরি ও বাজারজাত করার অপরাধে বিসমিল্লাহ আইসক্রিম ফ্যাক্টরী-কে ৩০ হাজার টাকা এবং পিংকি আইসক্রিম ফ্যাক্টরী-কে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যহত থাকবে।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮